Machine Translated by Google

ন্যূনতম মজুরি আইন, 1948

ন্যূনতম মজুরি আইন, 1948 কি?

ন্যূনতম মজুরি আইন, 1948, ভারত সরকার কর্তৃক প্রণীত একটি উল্লেখযোগ্য আইন যা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তাদের শ্রমের জন্য ন্যূনতম মজুরি পান তা নিশ্চিত করে। এর লক্ষ্য হল নিয়োগকর্তাদের দ্বারা শ্রমিকদের শোষণ প্রতিরোধ করা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক মঙ্গলকে উন্নীত করা।

আইনি কাঠামো:

ন্যূনতম মজুরি আইন বিভিন্ন শিল্প ও সেক্টরে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে। এটি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য উভয় সরকারকেই দক্ষতার স্তর, কাজের প্রকৃতি এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের মতো বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে ন্যূনতম মজুরির হার নির্ধারণ করার ক্ষমতা দেয়।

মূল বিধান:

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ:

এই আইনটি সরকারকে দক্ষ, আধা-দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক সহ বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ এবং পর্যায়ক্রমে সংশোধন করতে বাধ্য করে। কর্মসংস্থানের ধরন, ভৌগলিক অবস্থান এবং বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার মতো কারণের উপর ভিত্তি করে ন্যূনতম মজুরির হার নির্ধারণ করা হয়।

Machine Translated by Google

কর্মীদের কভারেজ:

ন্যূনতম মজুরি আইন সমস্ত নির্ধারিত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার মধ্যে শিল্প, ব্যবসা বা সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট করা পেশা অন্তর্ভুক্ত। এটি কৃষি, উত্পাদন, নির্মাণ, আতিথেয়তা এবং গার্হস্থ্য কাজ সহ বিস্তৃত সেক্টর কভার করে।

ন্যূনতম মজুরি প্রদান:

নিয়োগকর্তাদের তাদের কর্মসংস্থানের বিভাগের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি হার শ্রমিকদের দিতে হবে।
ন্যূনতম মজুরি নগদে প্রদেয় এবং আইনের অধীনে নির্দিষ্ট কিছু অনুমতিযোগ্য কর্তন ব্যতীত কোন প্রকারে প্রদান করা যাবে না।

প্রয়োগ এবং সম্মতি:

এই আইনটি কর্মক্ষেত্র পরিদর্শন, অভিযোগের তদন্ত এবং লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক এবং কর্তৃপক্ষের নিয়োগ সহ ন্যূনতম মজুরি আইনের সাথে সম্মতি কার্যকর করার প্রক্রিয়া প্রদান করে। ন্যূনতম মজুরি আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত নিয়োগকর্তারা জরিমানা, জরিমানা বা কারাদণ্ডের সম্মুখীন হতে পারেন।

শ্রমিকদের উপর প্রভাব:

ন্যূনতম মজুরি আইন তাদের শ্রমের জন্য একটি ন্যূনতম মজুরি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার মাধ্যমে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং মঙ্গল রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি দারিদ্র্য দূর করতে, আয়ের বৈষম্য কমাতে এবং শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করে। ন্যায্য মজুরির জন্য একটি আইনি কাঠামো প্রদান করে, আইনটি সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করে।

Machine Translated by Google

চ্যালেঞ্জ এবং সংস্কার:

যদিও ন্যূনতম মজুরি আইনটি শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, এটি অপর্যাপ্ত প্রয়োগ, শ্রমিকদের অপর্যাপ্ত কভারেজ এবং রাজ্য ও শিল্প জুড়ে ন্যূনতম মজুরির হারের বৈষম্যের মতো চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি। এনফোর্সমেন্ট মেকানিজমকে শক্তিশালী করতে, অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে দুর্বল কর্মীদের কভারেজ প্রসারিত করতে এবং মুদ্রাস্ফীতি এবং পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ন্যূনতম মজুরির হার নিয়মিত সংশোধন করা নিশ্চিত করার জন্য সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

উপসংহার:

ন্যূনতম মজুরি আইন, 1948, ভারতে শ্রম আইনের ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে কাজ করে, শ্রমিকরা তাদের শ্রমের জন্য ন্যূনতম মজুরি পান এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক মঙ্গলকে উন্নীত করে। ন্যূনতম মজুরি মান নির্ধারণ করে, সম্মতি কার্যকর করে এবং শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করে, আইনটি দারিদ্র্য হ্রাস, আয় সমতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। যাইহোক, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এবং শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের প্রচারে ন্যূনতম মজুরি আইনের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য আরও সংস্কারের সুযোগ রয়েছে।